

# সমকাল

অসংকোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস



## ফুপ শো : ফোর্থ আম্পায়ার

### আনোয়ার সাদাত শিমুল

রাসেল ভাই ঝলমলে অবস্থায় বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখে, মাশরাফি সকালে আয়নার সামনে গিয়ে চমকে ওঠে কিংবা রাজীব ভাই অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে চোখ কচলায়। পেসার হান্ট প্রোগ্রামের বিজ্ঞাপন। এর বাইরে অনেকদিন বাংলাদেশের ত্রি কেটারদের খেলা টিভি স্ক্রিনে দেখার সুযোগ হয়নি। শনিবার প্রায় দু'বছর পর টিভি পর্দায় বাংলাদেশ দলের খেলা দেখলাম ইন্ডিয়ান দূরদর্শন ন্যাশনালের সৌজন্যে।

বাংলাদেশ জিতবেই- এমনটা খুব জোর করে বলতে পারছিলাম না। কিন্তু মনের ভেতর থেকে টের পাচ্ছিলাম ভালো করবে বাংলাদেশ। এর মাঝে ডিডি ন্যাশনালের 'ফোর্থ অ্যাম্পায়ার' প্রোগ্রাম শুরু হলো। উপস্থাপকের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক হিসেবে ছিলেন চেতন শর্মা, শ্রীকান্ত, আনজুম চোপড়া। ভারত এবারে বিশ্বকাপ জিতবেই- এমন মনোভাব তাদের। ব্যাটিং অর্ডারকে কীভাবে সাজানো যায় সেটা নিয়ে গ্ল্যান চলছিল। কার কেমন পারফরম্যান্স দরকার ওটা নিয়েও মহাতুলকালাম। শ্রীকান্ত তার সহজাত মাত্রাতিরিক্ত বডি ল্যান্ডুয়েজ দিয়ে চোখ পাকিয়ে এমনভাবে কথা বলছিলেন মনে হচ্ছে ভারত মাঠে যা খেলবে তার চেয়ে তিনিই বেশি খেলিয়ে দেবেন। উথাপ্লা প্রসঙ্গ এলে জানলাম, এবার ভারত যদি বিশ্বকাপ জিততে চায় তবে মূল খেলাটা উথাপ্লাকেই খেলতে হবে! মাঝে বারবার উঠে আসছিল আগের ম্যাচে গিবসের ছয় ছক্কার বিষয়টি।

এর মধ্যে ক্যামেরা চলে গেল বাইরে। 'জনতা' কী বলে। পাবলিক ওপেনিয়ন। এক তরুণকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আগের ম্যাচে গিবস এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছে, আজ ভারত কী করবে?' হাসিমুখে তরুণটি জবাব দিল, আজ ধোনি এক ওভারে সাত ছক্কা মারবে! কীভাবে? বাংলাদেশ একটা এক্সট্রা নো বল করবে, ওটাও ছক্কা হবে!

ক্যামেরা আবার স্টুডিওতে ফিরে আসতেই সাত ছক্কা নিয়ে হাসাহাসি। শ্রীকান্তের ভাবভঙ্গি এমন যেন, সাত ছক্কা না মেরে আজ উপায় নেই। পাবলিক ডিমান্ড। আলোচনায় প্রসঙ্গ এলো আজকের খেলায় বাংলাদেশ কোনো আপসেট ঘটাবে কি-না। শ্রীকান্ত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল। অসম্ভব! ভারতের এ ব্যাটিং লাইনআপের সঙ্গে বাংলাদেশ টিকতেই পারবে না। পাশে বসে থাকা আনজুম অনেকটা ডিসেন্ট, কোনো অপোনেটকেই ছোট করে দেখা উচিত হবে না, তাছাড়া বাংলাদেশ প্রস্তুতিমূলক ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে। তবে আজকে ভারতের সঙ্গে আপসেট ঘটানোর সম্ভাবনা খুব কম, নেই বললেই চলে...

আনজুমের কথা কেড়ে নিয়ে শ্রীকান্ত জোশ পেয়ে যায়। বলে, বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে ওয়ার্মআপ ম্যাচে হারিয়েছে, এটা করেছে ওটা করেছে... এসবই রাবিশ। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের তফাৎ অনেক বেশি। বাংলাদেশ লড়তেই পারবে না। তাছাড়া ভারত এসেছে বিশ্বকাপ জিততে, এখন আজকের ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হারলে ভারতের উচিত হবে আগামীকালের ফ্লাইটে রিটার্ন করা।

শুনে সবাই হো হো করে হাসে। চেতন শর্মার মতে, বাংলাদেশকে এত কেয়ার করার দরকার নেই। বাংলাদেশকে এত সমীহ করলে ভারতের বিশ্বকাপ খেলতেই যাওয়া উচিত নয়। শেষে মতামত এলো আনজুম ১০০ ভাগ কনফার্ম ভারত জিতবে, শ্রীকান্ত ১০০, চেতন শর্মা ১০০, উপস্থাপক ১০০%, ভারতীয় সাপোর্টারও ১০০ ভাগ... সবাই মিলে ৫০০ ভাগ কনফিডেন্ট ভারত জিতবে, অফ যা বাংলাদেশ; এমন অবস্থা!!!

ভারত ব্যাটিং করল। ১৯১-তে অল আউট। লাঞ্চ ব্রেকে আবার 'ফোর্থ আম্পায়ার' শুরু হলো। শ্রীকান্ত নিজেই আপসেট। এটা কী খেলল ভারতীয়রা? বারবার উঠে আসছিল মাশরাফির কথা। মাশরাফি ৪ উইকেট নিয়েছে। কিন্তু শ্রীকান্ত তখন মাশরাফির বদলে স্পিনারদের কৃতিত্বটাই বড় করে দেখলেন। কয়েক মিনিটের মাথায় কমেন্ট করলেন, এই পিচে স্পিনারদের কিছু করার নেই, বাংলাদেশ যা আউট করেছে সব ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা!!! তবুও চেতন শর্মা আশাবাদী, বাংলাদেশের ব্যাটিং অর্ডার অতটা স্ট্রং নয়। কুন্সলেকে খুব মিস করল তারা। ভারত যদি উইকেট টু উইকেট বল করে তবে ম্যাচ জেতা অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়। তবে শ্রীকান্ত তখনো অনড়, বাংলাদেশের সঙ্গে হারলে ভারতের উচিত হবে পরদিন দেশে ফিরে যাওয়া। আহা রে পিচ্ছি বাংলাদেশ!!!

বাংলাদেশের ব্যাটিং শুরু হলো। ভারতীয় বোলাররা তেমন সুবিধা আদায় করতে পারছে না। ধারাভাষ্যে আতহার আলী খান এলে ডিডি ন্যাশনাল হিন্দি কমেন্ট্রি দেওয়া শুরু করে। রাজেন্দ্র আর গুর্পিত মিলে ভারতকে জেতানোর জন্য যত পসিবল অপশন আছে সব প্রেডিক্ট করতে থাকে। কাজ হয় না! শেষে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়ী। ভীষণ আমোদ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম- শ্রীকান্ত-চেতন বিশেষজ্ঞদ্বয় কী বলে! 'ফোর্থ আম্পায়ার' শুরু হলো। দেখি শ্রীকান্ত-চেতন নেই। আনজুম আছে। আনজুম তার প্রাথমিক সমীহসুলভ আচরণ বজায় রেখে টুকটাক বিশ্লেষণ করল। খুব জানতে ইচ্ছে করছিল বাকি দুই জ্ঞানী ওস্তাদ কোথায় গেল? শ্রীকান্ত যদি ভারত টিমের রিটান টিকিট কনফার্ম করতে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স অফিসে যান তবে আপত্তি নেই, শুধু বিনয়ের সঙ্গে বলব, আমাদের আতহার আলী খানের বিশ্লেষণ শুনে নেবেন প্লিজ! আপনাদের মতো ঝলমলে রেকর্ড ক্যারিয়ার হয়তো তার নেই, তবে স্পোর্টসে প্রতিপক্ষকে কীভাবে সম্মান করে কথা বলতে হয় তা তিনি আপনাদের চেয়ে ভালো জানেন।

'ফোর্থ আম্পায়ার'-এর শেষে উপস্থাপক আনজুম চোপড়াকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ভারত-শ্রীলংকা ম্যাচ খুব ভাইটাল হয়ে গেল?' আনজুম চমকে দিয়ে বলল, 'মে বি। হয়তো শ্রীলংকাকে হারিয়ে বাংলাদেশ আরেকটি আপসেটের জন্ম দেবে, যেটা ভারতের জন্য ভালো হবে।'

ওয়াও! কমপ্লিট ইউ-টার্ন!!

আনজুম চোপড়া, ভালোই হলো! শ্রীলংকার সঙ্গে ম্যাচে বাংলাদেশের সমর্থক একজন বাড়ল। খ্যাংকস! শুধু একটা কথা, বাংলাদেশকে খুব আকাশে কিংবা একেবারে

মাটিতে নামাবেন না প্লিজ! বাংলাদেশ যা তা-ই বলবেন। টিভি সেটের সামনে আপনাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শুনে কিছু বলতে পারিনি। দুই প্যাকেট বাদাম আর কয়েক কাপ কফি শেষ করেছি। দারুণ উত্তেজনা নিয়ে খেলা শেষ পর্যন্ত দেখে বন্ধুদের এসএমএস পাঠিয়েছি- আমরাও পারি, শাক্বাশ বাংলাদেশ- অবাক পৃথিবী, অবাক তাকিয়ে রয়...!

লেখক : ব্যাংকক পাতায়া হসপিটালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

Print

**Editor:** *Abed Khan*

*Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,*

*Phone: 8802-9889821 ,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,*

*E-mail: [info@shamokalbd.com](mailto:info@shamokalbd.com)*

*If you feel any problem please contact us at: [webinfo@shamokalbd.com](mailto:webinfo@shamokalbd.com)*

**Powered By: NavanaSoft**